ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ
দেশ বিভাগের নয়া চক্রান্ত
নিত্যরঞ্জন দাস

pillar, one obtains the tangent of the altitude of the sun. One should notice that, taller the pillar, more accurate would be the results of his measurements.

The reader should notice that this could be done for any heavenly body. In that case, the observer is to move away from the pillar until the tip of the pillar and heavenly body is on a straight line. One should also notice that by measuring the length of the shadow of pillar under midday sun, it is possible to ascertain into which Zodiacal Sign the sun happens to be and thus to ascertain the beginning of a solar month which coincides, according to Hindu system, with the entry of the sun into a new Zodiacal Sign. It has been pointed out above that accuracy of such measurements would increase with the height of the pillar. The reader should also notice that by measuring the length of the shadow, the other parameters of the annual motion of the sun, like ascertaining the days of summer and winter solstice, and vernal and autumnal equinoxes, could also be accurately done.

For example, on 22nd June, or the day of Summer Solstice, when the sun rests on the Tropic of Cancer, it will be inclined by 5.0 degrees to the south in Delhi, as the latitude of Delhi is 28.5 degrees North and that of the Tropic of Cancer is 23.5 degrees North. So, on that day, the length of the shadow of the Qutb Minar at midday would be 19.7 ft. While on 22nd December, or on the day of Winter Solstice, the sun will be inclined by 52 degrees towards north in Delhi and the length of the shadow of Qutb Minar, at midday, would be nearly 288 ft. Hence the difference between the longest (on 22nd December) and the shortest (on 22nd June) shadows would be 268.3 ft. and this facilitates the observer to determine comfortably in which Zodiac the sun is lying.

It should be mentioned here that, like the Meru Stambha in Delhi, Varaha Mihir built a similar pillar in Ghazni , Afghanistan , but with bricks, in stead of sandstone. So, it becomes evident that both the Qutb Minar and the minaret at Ghazni were built nearly seven centuries before the arrival

—বরণীয় মানুষের স্মরণীয় বাণী —

ভারত বিভাগ ও হিন্দুমেধ যজ্ঞের নায়ক, পাকিস্তানের জনক মোহনদাস করম চাঁদ গান্ধী। অহিংসা ও প্রেমের অবতার গান্ধীর হিন্দু-মুসলমান মিলন তত্ত্ব খণ্ডিত ভারতে দেখা দিল নবকলেবরে "ধর্ম নিরপেক্ষতার" ছদ্মবেশে। চাটুকার ও সরকারী প্রসাদ ধন্য আরবের মাসোহারা প্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীদের দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হল ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ। বিগত প্রায় শতবর্ষ ধরে ত্রি-সন্ধ্যা 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র মন্ত্রজপ হিন্দুকে করেছে কাপুরুষ হীনবীর্য নপুংসক। শত্রুরা উপহাস করে, বন্ধুরা করে করুণা। হিন্দুকে কেউ সম্মান বা সমীহ করে না। হিন্দু জাতি সভ্যতার স্রষ্টা। আজ সে অধঃপতিত। স্বামীজীর অভীমন্ত্রই তাকে পুনরায় জগৎসভায় সগৌরবে পুনঃ প্রতিষ্ঠা দিতে পারে।

"যখন সে নিজ পূর্বপুরুষগণকে স্বীকার করিতে লজ্জিত হয়, তখন বুঝিতে হইবে তাহার বিনাশ আসন্ন। এই আমি হিন্দু জাতির মধ্যে একজন অতি নগণ্য ব্যক্তি; তথাপি আমি আমার জাতির পূর্ব পুরুষগণের গৌরবে গৌরব অনুভব করিয়া থাকি। আমি নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করিয়া থাকি ... যে হিন্দু নাম তোমাদের মহত্তম ও গৌরবোজ্জ্বল অধিকার তাহা গ্রহণ করিতে তোমরা লজ্জিত হও কেন?

"বীরভোগ্যা বসুন্ধরা — বীর্য প্রকাশ কর, সাম দান ভেদ দণ্ড নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। আর ঝাঁটা লাথি খেয়ে চুপটি করে ঘৃণিত জীবন যাপন করলে ইহকালেও নরকভোগ, পরলোকেও তাই। এইটি শাস্ত্রের মত।"

" তোমরা যে শত শতাব্দীর অত্যাচার সহ্য করিয়া এখনও অক্ষত ভাবে দাঁড়াইয়া আছ, তাহার কারণ তোমরা সযত্নে এই ধর্ম রক্ষা করিয়াছ; উহার জন্য অন্য সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছ। বৈদেশিক বিজেতাগণ আসিয়া মন্দিরের পর মন্দির ভাঙ্গিয়াছে — কিন্তু এই অত্যাচার স্রোত যেই একটু বন্ধ হইয়াছে, আবার সেখানে মন্দিরের চূড়া উঠিয়াছে। ... এই সেই ভারত, শত শতাব্দীর অত্যাচার, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ সহ্য করিয়াও অক্ষুন্ন রহিয়াছে। এই সেই ভূমি যাহা নিজ অবিনাশী বীর্য ও জীবন লইয়া পর্বত অপেক্ষা দৃঢ়তর ভাবে এখনও দণ্ডায়মান।"

স্বামীজীর দৃষ্টিতে ইসলামের রূপ রেখা

"তারা একমাত্র আল্লায় বিশ্বাসী এবং মহম্মদ তাঁর শেষ পয়গম্বর। এর বাইরে আর যা কিছু আছে তা শুধু মন্দই নয়, তাকে নিমেষে ধ্বংস করতে হবে। যে নারী বা পুরুষ আল্লায় বিশ্বাস করে না তাদের করতে হবে হত্যা। যে বই (আল্লা ব্যতীত) অন্য কোন বিষয়ে জ্ঞান দান করে তা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। (এই কারণেই) প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক পর্যন্ত পাঁচশো বছর ধরে বিশ্বব্যাপী প্রবাহিত হয়েছে শোণিত স্রোত। এই হল ইসলাম বা মহম্মদবাদ। (The Complete Works of Swami Vivekananda – Vol. IV-P-126)

দার্শনিক কবি স্যার মহম্মদ ইকবাল — যাঁর রচিত "সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তান হামারা" কবিতাটি ধর্মনিরপেক্ষ ভারতে জাতীয় সংগীতের সমমর্যাদায় গীত হয়; যিনি মিঃ জিন্নার বহু পূর্বে ১৯৩০ সালে মুসলিম লীগের এলাহাবাদ অধিবেশনে সর্বপ্রথম মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র "পাকিস্তান" দাবি পেশ করেন — তাঁর অনবদ্য কবিতায় লীলায়িত ছন্দে উদ্ভাষিত হয় ইসলামের অপার মহিমা —

মনোরম তব ধরণী তখনো আছিল যে এক আজব স্থান,
পাষাণ পাদপ পূজার দৃশ্যে অদ্ভুত ছিল দুনিয়াখান।
বলিতে পার কি ভুলেও কি কেহ নিত কোনদিন তোমার নাম?
মুসলমানেরি বাহুর বলেতে পূরিয়াছে তব মনস্কাম।
কিন্তু হে প্রভু, কে তোমার লাগি তুলেছে কৃপাণ দুর্নিবার?
কে রচেছে বল, নতুন করিয়া শৃঙ্খলাহীন এ সংসার?
খায়বার দ্বার, তুমিই বল না, কার বাহুবলে পড়িল লুটি?
রোমক রাজ্যের অজেয় নগরী কাহার বীর্যে পড়িল টুটি?
হাতে গড়া যত পাষাণ দেবতা করিয়াছে কে গো ধূলিসাৎ?
সত্য বিরোধী কাফের দলের করেছে কে বল শোণিত পাত?
কে নিভাল বল, ইরানের সেই বহ্নিকুণ্ড অনির্বাণ?
নবীন করিয়া জাগালো আবার সেখানে প্রভুর প্রেমের গান?

— শিক্ওয়া (অভিযোগ)
পৃঃ ২২
ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন
মনির উদ্দিন ইউসুফ
ইসলামিক ফাউণ্ডেশন,
বাংলাদেশ।

মনীষী Will Durant যথার্থই বলেছেন — "মুসলমানের ভারত বিজয় ইতিহাসের সর্বাধিক রক্তাক্ত অধ্যায়। (The Mohammedan conquest of India is probably the bloodiest story in History – The Story of Civilisation – P-463)

ভারতের যোগ্যতম প্রথম স্বরাষ্ট্র সচিব V.P. Menon (সর্দার প্যাটেলের সহকারী) জাতিকে সতর্ক করে বলেছিলেন ঃ আজ শ্রীনগর, কাল দিল্লী। যে জাতি তার ইতিহাস অথবা ভূগোল ভুলে যায় — তার পতন আসন্ন। (Srinagar today, Delhi tomorrow. A nation that forgets it's history and geography does so at its own peril – The Story of the Integration of the Indian States – P-394)

আমরা সর্তকবাণীতে কর্ণপাত করিনি। তাই আজ ভারত ব্যাপী আল্লা-হো-আকবর রণ হুঙ্কার। ....

ভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ
দেশ বিভাগের নয়া চক্রান্ত ?

কেন এই অনুপ্রবেশ? ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী পৃথিবী দুই বিপরীত শিবিরে বিভক্ত। দার-অল্-ইসলাম (abode of peace - মুসলিম শাসিত) ও দার-অল্-হারব (abode of war - অমুসলমান শাসিত), যুদ্ধ করে যে দেশে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মুসলমান শাসক মাত্রেরই কর্তব্য হবে ইসলামের শাসনকে সম্প্রসারিত করা যতক্ষণ পর্যন্ত না সমগ্র পৃথিবী Dar-Ul-Islam- এ রূপান্তরিত হয়। (According to Muslim canon law the world is divided into two camps, Dar-Ul-Islam (abode of Islam) and Dar-Ul-Harb (abode of war) .... it becomes incumbent on a Muslim ruler to extend the rule of Islam until the whole world shall have been brought under its sway.)[1]

ক্ষণজন্মা চিন্তানায়ক নীরদ চন্দ্র চৌধুরী এই তত্ত্ব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন, "মুসলমান ধর্মশাস্ত্রের নির্দেশ মত মুসলিম মাত্রেরই নিকট পৃথিবী দুইভাগে বিভক্ত — (১) দার-অল্-ইসলাম;(২) দার-অল্-হারব। দার-অল্-ইসলামের অর্থ ইসলামের দেশ; অর্থাৎ যে দেশ মুসলমান ধর্মাবলম্বী কর্তৃক অধিকৃত ও শাসিত। দার-অল্-হারব হল যুদ্ধের দেশ, যে দেশে যুদ্ধ করিয়া ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে হইবে। ইসলামের বিধান অনুসারে কোন মুসলমান অ-মুসলমানের অধীন থাকিতে পারে না। শুধু তাই নয়, অমুসলমান জগৎ ও মুসলমান জগতের মধ্যে চিরন্তন বিরোধ। এই জন্যই অ-মুসলমান জগতের নামকরণ হইয়াছে দার-অল্-হারব, যুদ্ধের দেশ। এই নির্দেশের জন্য অ-মুসলমান ও মুসলমান রাজ্যের মধ্যে কোন মৈত্রী হইতে পারে না;যতদিন পর্যন্ত না দার-অল্-হারব দার-অল্-ইসলামে পরিণত হইবে ততদিন পর্যন্ত বিশ্বাসী মুসলমান মাত্রকেই জিহাদ বা ধর্মযুদ্ধ চালাইতে হইবে।"[২]

এই জিহাদের প্রবর্তক স্বয়ং পয়গম্বর হজরত মহম্মদ। ইসলামের জন্য তাঁকে অসংখ্যবার বিধর্মী কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করতে হয়েছে। তাঁর

1. Dr. B. R. Ambedkar – Writings and speeches – Vol. -8 – P-294-295
2. নীরদ চন্দ্র চৌধুরী — আমার দেশ আমার শতক — পৃঃ - ২৬-২৭

তিরোধানের পর মুসলমান আল্লা-হো-আকবর রণধ্বনিতে দিগন্ত প্রকম্পিত করে আক্রমণ করে ইউরোপ। সেখানে পরাজিত হয়ে জেহাদ ঘোষণা করে ভারতের বিরুদ্ধে। ৭১২ খৃঃ বিন্ কাশেম থেকে ১৭৫৭ খৃঃ আহম্মদ শাহ আবদালি পর্যন্ত সকল মুসলিম সুলতান ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদের উদ্দেশ্য নিয়েই আক্রমণ করে হিন্দুস্তান। এদেশে প্রায় হাজার বৎসরের মুসলিম শাসন ছিল হিন্দুর বিরুদ্ধে জেহাদ। এর একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, আক্রমণকারীরা ধর্মে মুসলমান হলেও তাঁদের মধ্যে ছিল ভয়ংকর পারস্পরিক বিদ্বেষ ও প্রতিযোগিতা। সুলতান মামুদ ও বাবর ছিলেন তাতার; তৈমুর লঙ মোঙ্গল, মহম্মদ ঘোরী, নাদির শাহ ও আবদালি ছিলেন আফগান। এই আত্মঘাতী বিরোধ সত্ত্বেও তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল এক ও অভিন্ন। আর তা হল হিন্দু ধর্মকে নির্মূল করা। লিখেছেন ডঃ আম্বেদকর। (........ Muhammod of Ghazni was a Tartar, Mahommad Ghori was an Afgan, Taimur was a Mongol, Babar was a tartar, while Nadir Shah and Ahmed Shah Abdali were Afgans .... They were deadly rivals of one another and their wars were often wars of mutual extermination. What is however, important, to bear in mind is that with all their **internecine** conflict they were all united by one common objective and that was to destroy the Hindu faith)[1] হিন্দু ধর্ম নির্মূল হলে হিন্দুস্থান হবে হিন্দু শূন্য। জেহাদের উদ্দেশ্য হবে সার্থক।

সময়ের পরিবর্তন হয়েছে — পরিবর্তন হয়েছে পৃথিবীর। বর্তমানে কোন দেশ আর বিচ্ছিন্ন নয়। একটি দেশ আক্রান্ত হলে অনেক দেশ তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে। পশ্চিম থেকে লক্ষ অশ্বারোহী নিয়ে ভারত আক্রমণ এখন আর সম্ভব নয়। কিন্তু "জেহাদ" হল আল্লার স্থায়ী বিধান, অপরিবর্তনীয়। তাই কৌশলগত কারণেই 'জেহাদে'র এখন দু'টি রূপ (ক) সন্ত্রাস ও গণহত্যা এবং (খ) অনুপ্রবেশ। (ক) ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আত্মঘাতী বিমান হানায় আমেরিকায় নিমেষে হত্যা করা হয় ৫০০০ মানুষকে। বিশ্বব্যাপী তৈরী হল এক ভয়ংকর ভীতি ও সন্ত্রাসের বাতাবরণ। একে বলা হয় জেহাদী সন্ত্রাস। তারপর স্পেন, ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য দেশে হয় তার পুনরাবৃত্তি। হিন্দু বিদ্বেষী অশুভ ধর্মনিরপেক্ষ জোটের প্রত্যক্ষ মদত ও প্রশ্রয়ে এই হতভাগ্য খণ্ডিত ভারত হল ইসলামিক জেহাদের নিরাপদ লীলভূমি। হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী — সমগ্র ভারত আজ জেহাদী বোমাতঙ্কে সদাকম্পিত। (খ) এটা গণতন্ত্রের যুগ। ভোটের মাধ্যমেই রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করে দেশ দখল করা যায়। দার-অল্-হারবকে করা

1. Dr. B. R. Ambedkar – Writings and speeches – Vol. -8 – P-56-57

যায় দার-অল্-ইসলাম। আর সে জন্যই বাড়াতে হবে মুসলিম জনসংখ্যা।"*1
তাই অনুপ্রবেশ হল "জেহাদের আধুনিক সংস্করণ।"*2

দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে দেশ বিভাগের বহু পূর্বেই মুসলিম অনুপ্রবেশ শুরু হয়। ১৯৪২ সাল। লর্ড ওয়াভেল তখন ইংরেজ বড়লাট। তিনি আসাম পরিদর্শনে গিয়েছেন। জনৈক মুসলমান (সাদাতুল্লা ?) আসামের প্রধানমন্ত্রী। লর্ড ওয়াভেল Population Register-এ হিন্দু-মুসলমানের বৃদ্ধির হার দেখে জানতে চাইলেন — হিন্দুর তুলনায়

---

*1 মহম্মদ ছিলেন দূরদর্শী। খ্রীষ্ট, ইহুদি ও হিন্দু ধর্ম তখন প্রতিষ্ঠিত। ইসলামের আধ্যাত্মিক মাহাত্মের আকর্ষণে অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষ দলে দলে এসে ইসলামের পতাকাতলে সমবেত হবে — এমনটি তিনিও সম্ভবতঃ আশা করেননি। অথচ প্রতিষ্ঠা পেতে হলে মুসলমানের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাই বোধ হয় এক সঙ্গে চার বিবি রাখার বিধি প্রচলিত হল। সম্ভোগ ও দ্রুত বংশ বৃদ্ধির এমন ঢালাও ব্যবস্থা অন্য কোন ধর্মে নেই।

*2 ১৯৯০ সালে পাকিস্তানের হিসাব অনুযায়ী ভারতে মুসলমানের সংখ্যা ১৫ কোটি। পাকিস্তানের Defence Journal, জানুঃ — ফেব্রুঃ সংখ্যা — ১৯৯০, Jehad Syndrome শীর্ষক নিবন্ধে বলা হয়েছে, বিশ্বব্যাপী ধর্মযুদ্ধে রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমাদের মিত্র হল সে দেশের কয়েক কোটি মুসলমান। তেমনি আঞ্চলিক ক্ষেত্রে ভারতের বিরুদ্ধে আমাদের প্রধান সহায় ভারতের ১৫ কোটি মুসলমান। (The Jan. – Feb. 1990, issue of the Defence Journal of Pakistan under "Jehad Syndrome" says in a global vis –a–vis the U.S.S.R. our allies are the millions of Muslims in the U.S.S.R. Similarly in the regional role vis-a-vis India, our allies are 150 millions Indian Muslims – writes Wing Commander, Amar Zutshi – The Statesman, 18-7-1990).

২০০৫ সালে ভারতের কেন্দ্রীয় জনসংখ্যা আধিকারিক বলেছিলেন, এদেশে মুসলমানের বৃদ্ধির হার ৩৫ শতাংশ। সত্য প্রকাশের জন্য তাঁকে অন্যত্র বদলি করা হয়। Amar Zutshi বিষয়টি বিশ্লেষণ করে বলেন — উঃপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও কেরালায় মুসলমানের বৃদ্ধির হার ৯০ শতাংশ (১৯৬১-৮১)। দিল্লীতে ওই একই সময়ে এই হার ৮০০ শতাংশ... (০.৫ লাখ থেকে ৪.৮ লাখ)। আসামে মুসলিম জনসংখ্যা ১০ বছরে দ্বি-গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধুমাত্র দিল্লীতে কংগ্রেস ৩,০০,০০০ বাংলাদেশী মুসলমানকে আশ্রয় দিয়েছে... জনসংখ্যা বিশারদরা আশঙ্কা করছেন ২০৬০ সালের মধ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বর্তমান ৫৫ কোটি (১৯৮১ সাল) হিন্দুকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। হিন্দু-মুসলমানের জন্মহার তুলনামূলক বিচার করে বলা যেতে পারে, একবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ভারত হবে ইসলামি রাষ্ট্র। পাকিস্তানের Defence Journal-এর দাবি অমূলক নয়। যুদ্ধ না করেই ভারতকে দার-উল্-ইসলাম করার পাকিস্তানি উদ্দেশ্য সফল হবে। (.......all major provinces like U.P., Bihar, M.P., Maharasthra, Karnataka and Kerala, also corresponds to the 90% increase in Muslim population (1961-81). Delhi registered a phenomenal 800 p.c. increase (0.5 lakhs to 4.8 lakhs) during the same period. Whereas in Assam, the Muslim population more than doubled just in 10 yrs. of its last census. At the moment, Delhi alone harbours more

মুসলমানের বৃদ্ধির হার এত বেশী কেন? প্রধানমন্ত্রী জানালেন — আসামে বহু পতিত জমি রয়েছে। পূর্ববঙ্গের মুসলিম কৃষকরা খুব পরিশ্রমী। অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্যই তাদের আসামে এনে বসতি দেওয়া হয়েছে।

লর্ড ওয়াভেল Population Register -এ মন্তব্য লিখলেন —"......the purpose of bringing more Muslims from East Bengal is not to grow more food but grow more Muslims. অধিক খাদ্যোৎপাদন নয় — মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যই পূর্ববঙ্গ থেকে মুসলমানদের এখানে আনা হয়েছে।

ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুপ্রবেশ এই পটভূমিকায় বিচার্য। জুলফিকার আলি ভুট্টো, পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, তাঁর বই The Myth of Independence-এ আসামসহ উঃ পূঃ ভারতের এক বিরাট অংশকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছেন। (Zulfikar Ali Bhutto, one time Prime Minister of Pakistan, in his book - "The Myth of Independence", laid claim to Assam and suggested that he wanted some areas of Indian N. East to be included in Pakistan (Undivided) - এ তথ্য জানিয়েছেন শ্রী সত্যব্রত রায় চৌধুরী, Professor Emeritus, U. G.C. - The Statesman, 23-06-2004। বাংলাদেশের প্রবীণ রাজনীতিবিদ্ ও বিদেশ দফতরের পদস্থ আধিকারিকগণ বলেছেন, কাশ্মীরের ওপর পাকিস্তানের দাবি অপেক্ষা ভারতের উঃ পূর্বাঞ্চলের ওপর তাদের দাবি বেশী জোরালো। (Senior Bangladesh Officials and Politicians have gone on record to say that their country's claim over Indian North - East are stronger than Pakistan's claim over Kashmir - The Statesman, 25-11-2004.

---

than 3,00,000 Bangladeshi infiltrators safely nurtured by Cong(I) as Vote Bank.

At this rate the demographers visualize that by the year 2060, the Indian Muslim population could outnumber the present Hindu majority of 55 crores (1918). Further, the Muslim growth rate interpolated with the Hindu growth rate indicates that by the end 21st Century, India could turn out to be a Muslim majority state. The Defence Journal of Pakistan seems to conclude that Pakistan's long term objectives could be achieved under the Jehad Syndrome without resort to a war with India– The Statesman, 18-7-1990).

আলিগড়ের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বলেছেন — "যদিও মুসলমানের সংখ্যা ২০ শতাংশ — কিন্তু সরকারি অফিসে মুসলমানের সংখ্যা ২ শতাংশ — (2% Muslim in Govt. jobs, even as

মনীষী Will Durant বলেছেন, হিন্দুরা আভ্যন্তরীণ কলহ, গৃহযুদ্ধে শক্তি ক্ষয় করেছে। তারা গ্রহণ করেছে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম যা তাদের উদ্যম ও তেজকে নষ্ট করেছে ....(The Hindus had allowed their strength to be wasted in internal division and war, they had adopted religion like Buddhism and Jainism, which unnerved them for the task of life.)[1] ভারতে মুসলিম আক্রমণের সাফল্যের কারণ হিন্দুর এই দুর্বলতা। মুসলিম শাসনের অন্তিম লগ্নে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে হিন্দু পুনরায় ক্ষাত্রবৃত্তির চর্চা শুরু করে, পতন ঘটে মুসলিম রাজত্বের। প্রায় দুইশত বৎসর পর ভারতের ভাগ্যাকাশে আবির্ভাব ঘটে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর। তাঁর অভিশপ্ত অহিংসা মন্ত্র ও হিন্দু - মুসলিম মিলন তত্ত্ব হিন্দুকে করেছে বীর্যশুষ্ক কাপুরুষ। তাই বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ হওয়া সত্ত্বেও ভারতকে তার ক্ষুদ্র প্রতিবেশী দেশ অবজ্ঞা ও উপেক্ষা করে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেছেন যে বাংলাদেশ উঃ পূর্বাঞ্চলে ভারতকে গভীর সঙ্কটে ফেলতে পারে। তাঁর ঘোষণা কার্যত ভারতের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী যুদ্ধ ঘোষণার সামিল। (Bangladesh foreign minister Morshed Khan's unprovoked public outburst that Bangladesh could corner India in the North East region was in effect a declaration of war of terror against the country - Bibhuti Bhusan Nandy - former Addl. Secretary, RAW- The Statesman, 24-11-2004.

এদেশে বাংলাদেশী মুসলিম অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যা ২ কোটির বেশী। ভি. এন. গ্যাডগিল, প্রাক্তন এম. পি. ও কংগ্রেসের মুখপাত্র মুম্বাইতে দলীয় কার্যালয়ে ৫-১০-৯৮ তারিখে এক সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস সদস্য বিশেষতঃ যুব কংগ্রেসের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা যেন বিদেশী অনুপ্রবেশকারীদের তল্লাসী ও সনাক্তকরনে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। তিনি ইসলামী মৌলবাদের উত্থানের জন্য বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের দায়ী করেন। (He linked the Bangladeshi immigration to rising Islamic fundamentalism) তাঁর মতে দেশের নিরাপত্তার পক্ষে

---

the minority community makes up 20% of the total population – Hindustan Times, 16-07-2004.)

মুসলমান দাবি করে ভারতে তাদের সংখ্যা ২০ কোটি, আর সরকার থেকে প্রচার করা হয় — ১৫ কোটি। ১৯৪৭ সালের ন্যায় হিন্দুকে রক্ত দিয়ে এই উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মিথ্যা প্রচারের মূল্য দিতে হবে।

---

1. Will Durant – The Story of Civilisation – P-458

সব চেয়ে বড় বিপদ হল ইসলামী মৌলবাদ (Islamic fundamentalism was posing the greatest threat to our security)। তিনি বলেন ধর্মনিরপেক্ষতার বেদীমূলে জাতীয় নিরাপত্তাকে বিসর্জন দেওয়া যাবে না। (National security cann't be sacrificed at the altar of secularism"). তিনি প্রশ্ন করেন, এই দেশটি একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র অথবা ধরমশালা? (....... is this a sovereign state or a Dharmasala.)। তিনি বি.এস.এফ.-এর I.G.R.N. Bhattacharya কে উদ্ধৃত করে বলেন — প্রতি বছর ২ লাখ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী এদেশে ঢুকছে। মনে হয় পুনরায় বঙ্গ বিভাগ অনিবার্য (Quoting R. N. Bhattacharya, B.S.F. I.G who had said that two lakh Bangladeshi entered the country each year and had potential to lead to another partition of Bengal)। তিনি বলেন, এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে এ বিষয়ে কিছু করা হচ্ছে না। – The Stateman 6.10.98, The Hindu (Delhi edition) 6.10.98.

২ কোটি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ আসামেই স্থায়ী ভাবে বাস করছে। আসাম বিধানসভার ১১২টি আসনের মধ্যে ৫৬টি আসনের ফলাফল মুসলমান নিয়ন্ত্রণ করে। এ তথ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের। ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট জোট এই অনুপ্রবেশকারীদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল ও তাঁর সহযোগী এস. পি. জয়সোয়াল স্বরাষ্ট্র দফতর প্রদত্ত ২ কোটি মুসলমান অনুপ্রবেশকারীর সংখ্যার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। (UPA Govt's Policy of soft pedalling the infiltration issue is evident from statements made by Union Home Minister Shivraj Patil and his minister of state S.P. Jaiswal. In an attempt to minimise the gravity of the problem, Jaiswal has questioned in parliament the veracity of his ministry's estimate of 20 million illegal immigrants in the country – Bibhuti Bhusan Nandy, former Addl. Secy. RAW – The Statesman - 23-06-2005.

এই অনুপ্রবেশকারীদের পরিচালনা করে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থা আই. এস. আই.। আবার সকল জঙ্গী সংগঠনের মূল নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চীনের হাতে। যেমন শ্রীলঙ্কার LTTE, ভারত ও নেপালের কম্যুনিস্ট সংগঠন (মাওবাদী) ও বিভিন্ন মুসলিম জেহাদী সংগঠন। পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও মায়ানমার — ভারতের প্রতিবেশী এই তিনটি দেশেই রয়েছে চীনের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব। লক্ষ্য ভারত।* আসামের প্রাক্তন

* কম্যুনিষ্ট চীন তিব্বতের সঙ্গে রেল যোগাযোগ স্থাপন করেছে। তিব্বতে চীনের আছে ১৭টি গোপন

রাজ্যপাল লেঃ জেঃ এস. কে. সিনহা এক বিস্তারিত রিপোর্টে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানিয়েছেন, এই অবাধ অনুপ্রবেশ জাতীয় নিরাপত্তার পক্ষে খুবই বিপদজনক। তাঁর উত্তরসূরী অজয় সিং মিঃ সিন্‌হার প্রতিবেদনের সঙ্গে সহমত হয়ে বলেছেন; প্রতিদিন ৬০০০ বাংলাদেশী বেআইনিভাবে আসামে প্রবেশ করছে। (Lt. Gen. S.K. Sinha – Ex. Governor, Assam, prepared a comprehensive report showing how no holds bared infiltration was undermining national security. His successor Ajoy Singh has confirmed that up to 6000 Bangladeshis illegally enter Assam everyday – B.B. Nandy, former Addl. Secy. RAW – The Statesman, 23-6-2005) কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বীয় মন্ত্রক প্রদত্ত অনুপ্রবেশের সংখ্যা (২কোটি) অস্বীকার করেছেন, রাজ্যপালের

র‍্যাডার স্টেশন, ৮টি ক্ষেপনাস্ত্র ঘাঁটি, ১৪টি বিমান বন্দর এবং তিন থেকে পাঁচ লক্ষ সেনা। (According to army officials here China's military presence in Tibet today includes 17 secret radar stations, 8 missiles bases, 14 airfields and 3,00,000 to 5,00,000 PLA troops – Hindustan Times.5-7-2006. দুটি ভয়ংকর বিপদ ভারতকে ধ্বংস করতে উদ্যত — ইসলামের ধর্মযুদ্ধ (জেহাদ) ও কম্যুনিস্ট শ্রেণী সংগ্রাম।

চীনের অস্ত্র ও বিস্ফোরক দিয়েই আই. এস. আই. বাংলাদেশে জেহাদীদের ট্রেনিং দেয়। বাংলাদেশের সামরিক অফিসারগণ, যাঁরা এই ট্রেনিং এর দায়িত্বে আছেন ; তাঁরা পার্বত্য যুদ্ধ ও বিশেষ, কমাণ্ডো ট্রেনিং নিয়েছে কম্যুনিস্ট চীনে। এল.টি.টি.ই. ও ভারতের বিভিন্ন মুসলিম জেহাদী সংগঠন ও মাওবাদীদের প্রশিক্ষণে চীনের সামরিক অফিসারগণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। (The ISI terrorism infrastructure in Bangladesh not only supplies and trains on PRC made weapons, and explosives, but the Bangladesh Military officers acting as instructors had received special commando and mountain warfare training in the PRC .... Chinese instrucrtors are directly involved in training Tamils, Jehadis and other Indian terrorist groups in sabotage and espionage – Rajinder Puri – The Statesman, 23-11-2005).

চীন ভারতের চিরবৈরী পাকিস্তানের স্থলবাহিনী, বায়ুসেনা ও নৌবাহিনীকে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সুসজ্জিত করেছে। চীনা প্রযুক্তির সাহায্যেই পাকিস্তান আনবেবোমা ও ক্ষেপণাস্ত্র তৈরী করেছে। চীনের সাহায্যে পাকিস্তান সম্প্রতি খুশবিতে বিশাল রি-অ্যাকটর তৈরী করেছে। সেখানে উৎপাদিত প্লুটোনাম থেকে বছরে ৫০টি আনবেবোমা তৈরী করা যাবে। চীন মায়ানমারের কোকো দ্বীপে সামরিক ঘাঁটি তৈরী করেছে। সেখানকার পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের র‍্যাডারে পাঞ্জাব থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত সর্বত্র ভারতের সেনা, বিমান ও নৌবাহিনীর গতিবিধি ধরা পড়ে। এখানে উল্লেখ্য, বহু বৎসর পূর্বে ভারতের উপকূল থেকে প্রায় ৩৫০০ মাঃ দূরে ভারত মহাসাগরে দিয়াগো গার্সিয়া দ্বীপে মার্কিন সামরিক ঘাঁটির বিরুদ্ধে কম্যুনিস্টরা আন্দোলন করে। কিন্তু আজ চীন পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সহযোগিতায় ভারতকে চারিদিক থেকে অক্টোপাসের ন্যায় বেষ্টন করে রেখেছে। সিকিম, অরুনাচলসহ ভারতের এক বিরাট অঞ্চল চীন দাবি করে — তাদের

রিপোর্ট সম্বন্ধে অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অসম মুখ্যমন্ত্রী তরুন গগৈ। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থনে মুসলমানের আগ্রাসী মনোভাব বৃদ্ধি পায়। সারা ভারত জামায়েত উলেমা-ই-হিন্দের রাজ্য সম্মেলন। মঞ্চে উপবিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী তরুন গগৈ। জামায়েত সভাপতি মৌলানা আসাদ মাদানি বলেন, নদীচরের (নদীতে চর পড়লেই বাংলাদেশের মুসলমান তা দখল করে।) মুসলমানদের অবিলম্বে জমির মালিকানা ও নাগরিকত্ব দেওয়া না হলে সরকার ফেলে দেওয়া হবে। (The All India Jamiat Ulema-e-Hind President Maulana Assad Madani threatened to overthrow the congress Govt. in Assam if the latter failed to provide permanent land settlement and citizenship certificates to Muslims in the states "Char-area" (river island). Chief Minister Tarun Gogoi was in the dias – The Statesman - 4-4-2005) হিন্দু-বিদ্বেষী ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর প্রশ্রয়ে মুসলমানের কি দুঃসাহস। ....

গত শতাব্দীর সাতের দশকের শেষ দিকে এই বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে অসম ছাত্র পরিষদ ও অসম গণপরিষদের (AASU and AGP) নেতৃত্বে আসামে ব্যাপক গণ আন্দোলন হয়। প্রধানমন্ত্রী তখন ইন্দিরা গান্ধী। বিদেশীদের বিতাড়নের প্রতিশ্রুতি দিলে গণ বিক্ষোভ প্রশমিত হয়। তৈরী হয় ১৯৮৩ সালে পরিকল্পনা মাফিক IMDT Act। আইনটি প্রকৃতপক্ষে অনুপ্রবেশকারীদের "রক্ষা কবচ" রূপেই রচিত। প্রধানমন্ত্রীর এই চাতুর্য অসম আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ কল্পনাও করতে পারেন নি। আইনটির খসড়া তৈরী করেন জনৈক আব্দুল মুহিব মজুমদার — যিনি ১৯০৬ সালে অসম বিধান সভা নির্বাচনে ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী (The Statesman, 18-03-2006)।

সরকারি তথ্য অনুযায়ী ১৯৬২-১৯৮৪ সালের মধ্যে (IMDT প্রবর্তনের পূর্বে) ৩,০০,০০০ বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীকে *[1] ফেরৎ পাঠানো হয়। অন্যদিকে নতুন আইন

মানচিত্রেও এই সকল অঞ্চলকে চীনা ভূখণ্ড বলে দেখানো হয়েছে। এদেশের চীনা কম্যুনিস্টরা নীরব। চীন পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ করলে ভারতের চীনা কম্যুনিস্টরা উল্লসিত হয়। ভারত বোমা তৈরী করলে এরা ধিক্কার জানায়। প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্ণাণ্ডেজ যথার্থই বলেছেন, ভারতের প্রতিপক্ষ ও প্রধান শত্রু কম্যুনিষ্ট চীন। প্রকৃত বিপদ থেকে দৃষ্টি অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেবার জন্যই এদেশের কম্যুনিস্টদের আমেরিকার বিরুদ্ধে জেহাদ। দ্বিতীয়তঃ, ভাবী চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আমেরিকা (তার নিজের স্বার্থেও) হবে ভারতের প্রধান মিত্র শক্তি। ১৯৬২ সালে চীনা আক্রমণের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সর্বপ্রকার সাহায্য করে। তাই আমেরিকাকে ভারতবিরোধী করা কম্যুনিস্টদের অন্যতম উদ্দেশ্য। একই উদ্দেশ্যে কম্যুনিস্টদের ভারত-মার্কিন পরমাণু চুক্তি বিরোধিতা।

*[1] আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী জীবন ও সম্মান রক্ষার্থে যারা দেশ ত্যাগ করে অন্যদেশে আশ্রয় নেয়

চালু হবার পর বিগত দুই দশকে মাত্র ১৬০০ অনুপ্রবেশকারীকে সনাক্ত করে ফেরৎ পাঠানো হয়েছে — লিখেছেন সঞ্জীব বড়ুয়া। (According to Official figure, between 1962-1984, before the IMDT Act came to force, more than 3,00,000 illegal imigrants were deported .... By contrast during the two decades since then, less than 1600 illegal imigrants were detected and deported from Assam – Hindustan Times, 25-07-2005) কি প্রহসন। দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে কি নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতা। .... সরকার পক্ষ থেকে কৈফিয়ত দেওয়া হয়, বাংলাদেশ অনুপ্রবেশকারীদের নিতে অস্বীকার করছে। বিষয়টি কি বাংলাদেশের মর্জির উপর নির্ভর করে? *2

বিদেশীদের সনাক্ত করে বহিস্কার করার জন্য Foreigners Act (1946) রয়েছে। তবে অসমের জন্য পৃথক IMDT Act কেন? Foreigners Act-এ অভিযুক্তকে প্রমাণ করতে হয় যে সে বিদেশী নয় ভারতীয় নাগরিক। কিন্তু IMDT Act অভিযুক্তকে সকল দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। এই আইনে অভিযোগকারীকেই আদালতে প্রমাণ করাতে হবে যে, মিঃ এক্স বেআইনি অনুপ্রবেশকারী, ভারতীয় নয়। পুলিশ অভিযুক্তকে আটক তো দূরের কথা জিজ্ঞাসাবাদও করবে না। আইনের এই শোচনীয় ব্যর্থতায় সম্প্রতি "আসু" আসামে অনুপ্রবেশ বিরোধী তীব্র গণ আন্দোলন শুরু করেছে।

আসুর পরামর্শদাতা সমুজ্জ্বল ভট্টাচার্য বলেন, " জেলায় জেলায় আমাদের বাংলাদেশী সনাক্তকরণ অভিযান চলবে। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীদের ঘাঁটি তৈরী নিয়ে এত কথা বললেও সরকার বে-আইনি অনুপ্রবেশকারীদের অসম ছাড়া করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই আমরা বাধ্য হয়ে এই কাজে নেমেছি। রাজ্যপালকে সব বুঝিয়েছি। তিনি বিষয়টিকে

— তারা শরণার্থী বা উদ্বাস্তু বলে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের নির্যাতিত হিন্দুরাও অনেকে ভারতে এসেছে ও আসবে। সে অধিকার তাদের আছে। তাদেব "অনুপ্রবেশকারী" বলা যাবে না। শুধুমাত্র বাংলাদেশী মুসলমানরাই এদেশে অনুপ্রবেশকারীরূপে চিহ্নিত হবে — এবং তাদের ফেরৎ পাঠাতে হবে।

*2 মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত সুজা বিশ্বস্ত সঙ্গী ও মুষ্টিমেয় সৈন্যদের নিয়ে মায়ানমারের দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল আরাকানে পালিয়ে যায়। ....ক্রমশঃ মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। লাভ করে তারা মায়ানমারের নাগরিকত্ব। কিন্তু যেখানেই মুসলমান সেখানেই "পাকিস্তান" দাবি। এরা রোহিঙ্গা মুসলমান নামে পরিচিত। ক্ষুদ্র মায়ানমারের সকলেই জাতীয়তাবাদী ও দেশপ্রেমিক। "ধর্মনিরপেক্ষতার" আড়ালে দেশদ্রোহীদের সেখানে স্থান নেই। পাকিস্তান দাবির সমর্থনে মুসলমানের "সন্ত্রাস" বৃদ্ধি পায়। মায়ানমার ৬০,০০০ রোহিঙ্গা মুসলমানকে বলপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেয়।

পর্যাপ্ত গুরুত্ব দেবেন বলেছেন"। বিজেপির জাতীয় সহসভাপতি বিজয়া চক্রবর্তী বলেন "রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃত ভাবে বিদেশীদের আড়াল করার পরিকল্পনা করেছে। এ রাজ্যে এখন প্রায় ৩০ - ৪০ লক্ষ বাংলাদেশীর বাস"। — আনন্দবাজার, ৯-৮-২০০৮

গুয়াহাটি হাইকোর্ট সম্প্রতি এক ঐতিহাসিক রায়ে বলেছে "পুলিশ ও পাশপোর্ট কর্তৃপক্ষের অপদার্থতায় (ইচ্ছাকৃত?) অবৈধ বাংলাদেশীরা ক্রমশঃ 'King Makers' হয়ে উঠছে। কারণ রাজনৈতিক নেতারা তাদের ভোটব্যাংক রূপে ব্যবহার করছে। .... সেদিন খুব দূরে নয়, যেদিন নিজদেশেই অসমবাসীরা হবে সংখ্যালঘু। অনুপ্রবেশকারীরাই করায়ত্ত করবে রাজনৈতিক ক্ষমতা। * (The issue has once again come

---

বাংলাদেশ রাষ্ট্রপুঞ্জে অভিযোগ করে। কিন্তু মায়ানমার সিদ্ধান্তে অটল। একজন শরণার্থীকেও ফিরিয়ে নেয় নি। দেশের স্বার্থে মায়ানমার যা পারে — বৃহৎ শক্তি ভারত তা পারে না কেন?

* উদার প্রগতিশীল মানুষ বলতে পারেন — তাতে কি হয়েছে? মুসলমান যদি কালক্রমে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে, তাতে ক্ষতি কি? হিন্দু মুসলমানে কোন ভেদাভেদ করা উচিৎ নয়। সকলেই মানুষ, সকলেই ভারতীয়। বাঙালী, জীবনের সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলেও আত্মপ্রতাড়নায় সকলের শীর্ষে।

যে ক্ষমতা হস্তান্তর (Transfer of Power) চুক্তি (সই করেছিলেন, ইংরেজ সরকারের পক্ষে লর্ড মাউন্টব্যাটেন, মুসলিম লীগের পক্ষে মিঃ জিন্না ও কংগ্রেসের পক্ষে পণ্ডিত নেহেরু) অনুযায়ী দেশ ভাগ হয়, তাতে এমন কোন শর্ত ছিল না যে, পাকিস্তান থেকে সকল শিখ ও হিন্দুকে ভারতে আসতে হবে। তবু স্বজন ও সর্বহারা কয়েক কোটি হিন্দু শিখ এসেছে ভারতে। পঃ পাকিস্তান আজ হিন্দু শূন্য। পূঃ পাকিস্তান বা বাংলাদেশে নিরুপায় হয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু এখনও আছে। প্রায় পাঁচ দশক পূর্বে সমাজতন্ত্রী নেতা সাংসদ অধ্যাপক সমর গুহ পূঃ পাকিস্তানের অবরুদ্ধ অসহায় হিন্দুদের সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদবাণী করেছিলেন — সেই একই কথা বলছেন বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক ও মানবাধিকার সংগঠন Amity for Peace-এর Chief Executive সালাম আজাদ;বাংলাদেশের প্রায় এক কোটি হিন্দু, যারা জন সংখ্যার ১০ শতাংশ তাদের সামনে তিনটি পথ খোলা আছে। ইসলামে ধর্মান্তর, দেশত্যাগ অথবা আত্মহত্যা। (Hindus in Bangladesh, who comprise about 10% of the population are now left with three options. They can embrace Islam, leave the country or commit suicide, The Statesman, 10-02-2002) হিন্দুরা কেন এসেছে? ভারতের যে অঙ্গ রাজ্যটি মুসলিম আক্রমণে সর্বাধিক বিধ্বস্ত ও রক্তস্নাত, তা হল ধর্ম নিরপেক্ষতার পীঠ স্থান এই পঃ বঙ্গ। এই রাজ্যের কংগ্রেস - সি.পি.এম-এর ৭৫ শতাংশ বিধায়ক "বাঙাল" - পূর্ববঙ্গের। একজন স্বনামধন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কম্যুউনিস্ট নেতা যিনি '৬২ সালে চীনা আক্রমণের সময় ভারত রক্ষা আইনে কারারুদ্ধ হন — যিনি দীর্ঘকাল পঃ বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর আসন অলংকৃত করেছিলেন; যাঁর রাজত্বে পঃবঙ্গ শিক্ষা-শিল্প-কৃষিসহ সকল বিষয়ে ভারতে সর্বনিম্ন স্থান লাভের গৌরব অর্জন করেছে - যিনি বার্দ্ধক্য ও স্বাস্থ্যের কারণে পঃবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে কয়েকবার দিল্লী গিয়েছিলেন

alive after Gauhati High Court's historical judgement last month wherein it observed that illegal Bangladeshis who managed to get Indian passports because of the callous approach of the police and passport authorities, were slowly becoming "king makers" in Assam, because many politicians had began using them as traditional vote banks .... that day, the court continued, would not be far off when Assam's indigenous people would be reduced to minorities in their own land and Bangladeshis ... would intrude upon the corridors of power – The Statesman, 11-8-2008) এ সম্বন্ধে মুখ্যমন্ত্রী তরুন গঁগৈ বুধবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, "বিচারপতির এই বক্তব্য প্ররোচনামূলক " — আনন্দবাজার, ১৪-৮-২০০৮।

"ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন" নিয়ে (ভগবানের অসীম করুণা, তিনি ব্যর্থকাম-শূন্য হাতে ফিরেছেন দিল্লী থেকে। নতুবা সারা ভারত জুড়ে শত শত সাঁইবাড়ি, মরিচঝাঁপি, বিজন সেতু, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম সংঘটিত হত) তাঁর বাড়ি তো বাংলাদেশেব ঢাকায়। বাড়িটি এখনও অক্ষত আছে। মুজিবর রহমান, হাসিনা অথবা বেগম জিয়ার পরিবর্তে তিনিই তো হতে পারতেন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বা প্রধানমন্ত্রী। কেন তিনি এলেন পঃবঙ্গে? পঃবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। আদি নিবাস বাংলাদেশে । তবে তিনি এখানে কেন? কোন উত্তর আছে? ...

মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে হিন্দু প্রাণ ভয়ে এদেশে আসেনি। সে দেশে হিন্দু মেধ যজ্ঞের সময় কতিপয় হিন্দু প্রাণ বাঁচাতে গো-মাংস খেয়ে 'কলমা' পড়ে মুসলমান হয়েছে। তারা সসম্মানে, সুখে স্বাচ্ছন্দেই আছে। "ধর্ম ত্যাগ করব না, গো-মাংস খাব না, হিন্দু হয়েই বেঁচে থাকতে চাই" — এই মহতী সংকল্প নিয়েই কোটি কোটি হিন্দু-শিখ দেশত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নেয়। এই দেশত্যাগীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি এখন হিন্দু পরিচয় দিতে সংকোচ বোধ করে। গো-মাংস গো-গ্রাসে গিলে নিজেদের সংস্কার মুক্ত প্রগতিশীল বলে দাবি করে। যদিও মুসলমান তার ইসলামি পরিচয়ে গর্বিত। আচার-ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদেও সেই পরিচয়। কোন মুসলমান কখনও শূকর, কচ্ছপ অথবা বলির মাংস স্পর্শও করে না।

দেশ বিভাগের জন্যই কোটি কোটি হিন্দু-শিখ দেশত্যাগে বাধ্য হয়। ধর্ম ও জাতির ভিত্তিতে দেশ ভাগ করে যারা এখন ধর্মনিরপেক্ষতার (হিন্দু বিদ্বেষ ও দেশদ্রোহিতার নামান্তর) ধ্বজাধারী; সেই কংগ্রেস কম্যুনিস্ট চক্র ভারত বিভাগে মুসলিম লীগকে সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করে। ১৯৪২ সালের ৯ই আগষ্ট গান্ধী Quit India আন্দোলন শুরু করেন। কম্যুনিস্টরা শ্লোগান দিল Divide and quit - আগে দেশ ভাগ হবে তার পর দেশ স্বাধীন হবে। পার্টির ইস্তাহারে তারা সগর্বে ঘোষণা করে — "একমাত্র কম্যুনিস্ট পার্টিই মুসলমানের পাকিস্তান দাবিকে সঙ্গত বলে মনে করে। এবং দাবি আদায়ের জন্য কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট-মুসলিম লীগের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহ্বান জানায়।" (The Communist

দেশের সর্বোচ্চ আদালত আজ থেকে তিন বৎসর পূর্বে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই বিষয়েই তীব্র ভৎর্সনা করেছিল। কিন্তু সরকার অনুপ্রবেশকারীদের মদত দিয়েই চলেছে। সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী আর. সি. লাহৌটি এবং বিচারপতি জি. পি. মাথুর এবং পি. কে. বালসুব্রমণ্যম-কে নিয়ে গঠিত দিন সদস্যের বেঞ্চ ২০০৫ সালের ১২ই জুলাই কঠোর সমালোচনা করে IMDT Act-কে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেছে। Supreme Court বলেছে, সংবিধানের ... ৩৫৫ নং ধারা অনুযায়ী প্রতিটি রাজ্যকে বহিরাক্রমণ ও আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। অসমের অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য উপরোক্ত আইন রচনা করে কেন্দ্র সেই দায়িত্ব পালনে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।

অসম রাজ্যপাল লেঃ জেঃ এস. কে. সিনহা ১৯৯৮ সালে ব্যাপক বেআইনি অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে [illegible] যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন, সুপ্রীমকোর্ট সে সম্বন্ধে একমত হয়ে রায়ে বলেছে — বাংলাদেশী যারা বেআইনি ভাবে আসামে প্রবেশ করেছে তারা

Party is the only party, that recognises Muslim demand for Pakistan as just and calls the League to achieve the fundamental goal of Pakistan through united struggle of the Congress, Muslim League and the Communists.)[1].

এই অশুভ চক্র একবার দেশ ভাগ করেছে; মুসলিম অনুপ্রবেশে সর্বপ্রকার সহায়তা করে পুনরায় দেশ ভাগের ষড়যন্ত্র করছে। ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জী মুসলিম লীগ — কম্যুনিস্টদের স্বাধীন বঙ্গদেশ প্রস্তাবকে নস্যাৎ করে বাংলাকে ভাগ করেন। পার্লামেন্টে তিনি নেহেরুকে বলেছিলেন — "You partitioned India; I partitioned Pakistan"– তুমি ভারত ভাগ করেছ;আমি পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভাগ করেছি (স্বাধীন বঙ্গদেশ তো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হত)। তাই পাকিস্তানের নির্যাতিত হিন্দু এদেশে আশ্রয় পেয়েছে। দ্রুত বংশবৃদ্ধি ও অনুপ্রবেশের কৃপায় মুসলমান ইতিমধ্যেই পঃবঙ্গে ৩০ শতাংশ। এদেশ যদি পুনরায় পাকিস্তান (মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ) হয় — তবে হতভাগ্য হিন্দু যাবে কোথায়? শাস্ত্র বলে, বিনাশকালে বুদ্ধি নাশ হয়। হিন্দু জাতির বিনাশ কি আসন্ন? মুসলিম রাষ্ট্রের ভয়ংকর অভিজ্ঞতা ওদেশে একবার হয়েছে। এদেশেও সেই একই অভিজ্ঞতা। কাশ্মীর ভারতের অঙ্গ রাজ্য। কিন্তু সেই কাশ্মীর আজ হিন্দুশূন্য। কারণ, কাশ্মীর উপত্যকা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ। মূখ্যমন্ত্রী মুসলমান। এই প্রসঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচনী ব্যবস্থা উল্লেখ্য। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে —

	আয়তন	ভোটার	এম.এল.এ.	এম.পি.
জম্মু —	২৬০০০ বঃ কিঃমিঃ	২৮,৯২,২৯০	৩৭	২
কাশ্মীর —	১৫০০০ বঃ কিঃমিঃ	২৫,৪৬,৯১৩	৪৬	৩

লাদাখের জন্য বরাদ্দ মাত্র একটি আসন।

The Times of India - 14-8-2008 ; আনন্দবাজার পত্রিকা - ১৪-৮-২০০৮

---

[1] Bhawani Sen – Muktir Pathe Bangla -
Secy. CPI - Bengal Committee –Published by Kanai Roy, on behalf of the CPI - Bengal Committee.

উঃ পূর্বাঞ্চলের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক। এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের সনাক্তকরণ ও বহিষ্কারের পথে প্রধান অন্তরায় IMDT Act, এ অভিমত Supreme Court-এর। কোর্ট রায়ে বলেছে — লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশী বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের অসমে উপস্থিতি "আক্রমণের" সমতুল। অসমের অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে এই অনুপ্রবেশকারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

সীমান্ত সুরক্ষা ও বিদেশীদের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান দায়িত্ব — বলেছেন বিচারপতি শ্রী মাথুর। তিনি আরও বলেছেন — বেআইনি অনুপ্রবেশকারীরা আসামের জনসংখ্যার বিন্যাসে পরিবর্তন ঘটিয়েছে; অনেক জেলায় অসমীয়ারা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

জম্মু হিন্দুপ্রধান, কাশ্মীর মুসলিমপ্রধান। কাশ্মীর অপেক্ষা জম্মুর ভোটার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ বেশী হওয়া সত্ত্বেও তাদের এম.এল.এ. ও এম.পি.-র সংখ্যা কম কেন? এই বৈষম্যের কি ব্যাখ্যা হতে পারে? ভারত বিভাগের অন্যতম রূপকার, কাশ্মীরসহ বর্তমান ভারতের প্রায় সকল সমস্যার স্রষ্টা, হিন্দু-বিদ্বেষী, মুসলিমপ্রেমিক খলনায়ক নেহেরুর এ এক অবিনশ্বর কীর্তি। উদ্দেশ্য অতি মহৎ। জম্মু-কাশ্মীরের সংখ্যাগুরু হিন্দুর উপর সংখ্যালঘু মুসলমানের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য এ হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তাই নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাসের জন্য গঠিত কুলদীপ সিং কমিশনের এক্তিয়ারের বাইরে রাখা হয়েছে জম্মু-কাশ্মীরকে। ভারতীয় জনতা পার্টি জম্মু-কাশ্মীরের নির্বাচন কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস দাবি করে। কিন্তু নেহেরু গান্ধী পরিবারের বর্তমান উত্তরাধিকারিনী ইটালিয়ান সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বে পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার তা অগ্রাহ্য করে।

এই বৈষম্যের কারণে প্রশাসন ও উন্নয়ন, সর্বক্ষেত্রেই কাশ্মীরের দাবি সর্বাগ্রে, উপেক্ষিত হয় জম্মু ও লাদাখ। বাজেট অথবা কেন্দ্রীয় সাহায্যের সিংহভাগ বরাদ্দ হয় কাশ্মীরের জন্য। এই বঞ্চনা ও বৈষম্যের সাম্প্রতিকতম দৃষ্টান্ত "অমরনাথ জমি বিতর্ক আন্দোলন"। কাশ্মীর সরকার ইতিপূর্বে Baba Ghulam Shah Badshah Universityকে রাজৌরীতে ও Islamic University কে অবন্তীপুরে ৫০০ একর জমি দিয়েছে বিনামূল্যে। (The Statesman, 30-6-2008) কিন্তু যেই মাত্র ১৯৯৬ সালের নীতিশ সেনগুপ্ত কমিটির (তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সি.পি.আই.-এর ইন্দ্রজিৎ গুপ্তের নির্দেশে কমিটি গঠিত হয়) সুপারিশ ও হাইকোর্টের নির্দেশ জম্মু-কাশ্মীর সরকার বার্ষিক ২,০৩,১৩,০৪০ টাকা করের বিনিময়ে অমরনাথ মন্দির পর্ষদকে তীর্থযাত্রীদের পরিষেবার জন্য মাত্র ১০০ একর জমি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় — অমনি কাশ্মীরের মুসলমান তার বিরোধিতা করে।

আল্লা-হো-আকবর, পাকিস্তান জিন্দাবাদ - ভারত মুর্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে লক্ষ লক্ষ মুসলমান পাকিস্তানের পতাকা নিয়ে উপত্যকা জুড়ে সহিংস বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কাশ্মীর পুনরায় অগ্নিগর্ভ। তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় জম্মুতে। সুদীর্ঘ বঞ্চনায় উন্মত্ত ক্রোধে উত্তাল হয় সমগ্র জম্মু। কেন্দ্রীয় সরকারের হুমকি, সেনাবাহিনীর হুঁশিয়ারী, ইসলামিক জেহাদীদের আক্রমণ উপেক্ষা করে এক স্বতঃস্ফূর্ত ব্যাপক হিন্দু জাগরণ সমগ্র জম্মুকে অচল করে রাখে প্রায় দুই মাস ব্যাপী। অবশেষে গত ৩১শে আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে হিন্দুদের দাবি আংশিক মেনে নিলে আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়। উদার, শান্তিপ্রিয় ও নিরীহ বলে হিন্দুর এক বিশেষ খ্যাতি (?) আছে। সেই কলঙ্ক মোচনের জন্য সমগ্র হিন্দু জাতি জম্মুর হিন্দুদের নিকট কৃতজ্ঞ।

কোর্ট বলেছে যেহেতু IMDT Act শুধুমাত্র অসমের জন্য প্রণীত — তাই এই আইন সংবিধানের ১৪নং ধারা অনুযায়ী সমানাধিকারের বিরোধী। (The Supreme Court struck down IMDT act... as unconstitutional, a bench of Chief Justice R.C. Lahoti, Justice Mr. G.P. Mathur and Justice Mr. P.K. Balsubramonyam said the law on illegal migrants enacted by the Centre for Assam, "negated the mandate of art. 355 of the constitution making it responsible for protecting every state against external aggression and Internal disturbances ... The Court took serious note of the report of the then Assam Governor Lt. Gen. S.K. Sinha to the Centre in 1998 about migration changing the demography in several districts of the state and encouraging insurgency in the entire region... The influx of Bangladeshi nationals, who have illegally migrated into Assam, posed a threat to the integrity and security of the North-East, the court observed.

Terming the IMDT Act as the 'main barrier' in identification and deportation of illegal migrants, the Court said 'The presence of such a large number of the illegal migrants from Bangladesh which runs into millions, is in fact an 'agression' on the state of Assam and has also contributed significantly in causing serious internal disturbances.

"It is the foremost duty of the central Govt. to protect its borders and prevent trespass of foreign nationals', Mr. Mathur said, and pointed out that the presence of the illegal migrants has changed the demographic character of that region and the local poeple of Assam have been reduced to a status of minority in certain districts."

The court also faulted the IMDT legislation under art 14 guaranting right to equality as the law was enacted only for the state of Assam, where a more stringent law under Foreigners Act was applicable for the rest of the country – The Statesman, 15.7.2005)

মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী কেন্দ্রের ধর্মনিরপেক্ষ ইউ. পি. এ. জোট সরকার এখন

মুসলিম স্বার্থের অতন্দ্র প্রহরী কেন্দ্রের ধর্মনিরপেক্ষ ইউ. পি. এ. জোট সরকার এখন ভাবছে Foreigners Act কে (1946) IMDT-র ধাঁচে পরিবর্তন করে ordinance জারি করা যায় কিনা ...।

কম্যুনিস্টদের বাইবেল Manifesto of the Communist Party-র প্রথম বাক্যটি হল ইউরোপ জুড়ে একটা আতঙ্কের বিভীষিকা — সে আতঙ্ক কম্যুনিজমের (A spectre is haunting Europe the specture of Communism)। অনুরূপ ভাবে বলা যায়, ভারতব্যাপী এক আতঙ্ক — সে আতঙ্ক পুনরায় ভারত বিভাগের — A spectre is haunting India – spectre of another partition.